সংবাদ

তারিখ 13 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পরিবর্তন হচ্ছে এমবিবিএস কোর্স কারিকুলাম : আসন্ন শিক্ষাবর্ষ থেকেই নতুন কোর্স চালু

পেরিকা দেবনাথ

দেশের চিকিৎসা শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস কোর্স কারিকুলামে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। আসন্ন ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন এ কোর্স কারিকুলাম চালু হবে। ২০০২ সালের কোর্স কারিকুলামের অনেক যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে এমবিবিএস কোর্স কারিকুলাম-২০১২ প্রণয়ন করেছেন চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। নতুন এই কোর্স কারিকুলাম চালু হলে দেশে চিকিৎসা শিক্ষার মান আরও উন্নত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) নতুন এই কোর্স কারিকুলাম চূড়ান্ত করেছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. খোন্দকার সিফায়েতুল্লাহ। তিনি সংবাদ কেন্দ্রে বলেন, নতুন কোর্স কারিকুলামে বেশকিছু মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। যা আমাদের চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করবে।

বিএমডিসির রেজিস্ট্রার ডা. জাহেদুল হক বসুনিয়া জানান, আসন্ন ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন এ কোর্স কারিকুলাম চালু হবে। হালনাগাদকৃত কোর্স কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের ওপর পড়াশোনার চাপ কমাতে এবং পুঁথিগত শিক্ষার চেয়ে হাতেকলমে অধিকতর শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে আকার ছোট করা হয়েছে। পরীক্ষা ভীতি দূর করতে পেশাগত পরীক্ষার (প্রফেশনাল এক্সাম) সংখ্যা ৩টি থেকে ৪টিতে বৃদ্ধি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নতুন কোর্স কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে শিক্ষকরাও মূল্যায়িত হবেন। তিনি আরও জানান, মেডিকেল শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে একজন ভালো প্রাকটিশনার ও পেশাদার

আসন্ন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

আসন্ন : শিক্ষাবর্ষ

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তুলতে নতুন কোর্স কারিকুলামে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এছাড়া একজন ভবিষ্যতে চিকিৎসক হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন রোগীর সাথে কিভাবে আলাপ-আলোচনা, সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় ও রোগের চিকিৎসা প্রদান, জরুরি চিকিৎসা প্রদান, রোগীদের সঠিক ও [illegible] সর্বোপরি নীতি-নৈতিকতা মেনে চলতে পারে সে বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা জানান, সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজে পাঁচ বছর মেয়াদি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গত শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের প্রথম পেশাগত পরীক্ষার জন্য এনাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, দ্বিতীয় পেশাগত পরীক্ষার জন্য প্যাথলজি, মাইক্রো বায়োলজি, ফার্মাকোলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, কমিউনিটি মেডিসিন এবং চূড়ান্ত পেশাগত পরীক্ষার জন্য সার্জারি, মেডিসিন ও গাইনি বিষয়ে পড়াশোনা করানো হতো। দেড় বছর, তিন বছর ও পাঁচ বছরে প্রথম, দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত পেশাগত পরীক্ষা হতো। বর্তমানে পরীক্ষার জন্য ৩টি থেকে ৪টি করা হয়েছে।

নতুন কোর্স কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় পেশাগত পরীক্ষায় একসঙ্গে ৫টি বিষয়ে (প্যাথলজি, মাইক্রো বায়োলজি, ফার্মাকোলজি, ফরেনসিক মেডিসিন ও কমিউনিটি মেডিসিন) পরীক্ষা দিতে হতো, তা দিতে হবে না। এখন দ্বিতীয় পেশাগত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে মাত্র দুটি (ফরেনসিক ও কমিউনিটি মেডিসিন) পরীক্ষা দিতে হবে। তৃতীয় পেশাগত পরীক্ষায় তাকে প্যাথলজি, মাইক্রো বায়োলজি ও ফার্মাকোলজি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। তবে পরীক্ষার নম্বর আগের মতোই প্রথম পেশাগত পরীক্ষায় ১৩০০, দ্বিতীয়তে ১৫০০ ও চূড়ান্ত পেশাগত পরীক্ষায় ১৫০০-এর আগে নিয়ম বহাল থাকবে।

প্রসঙ্গত, ইউএনডিপি ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন ১৯৯৮ সালে দেশে সর্বপ্রথম এমবিবিএস কোর্স কারিকুলাম প্রণীত হয়। গত দুই বছর আগে থেকে স্বাস্থ্য অধিদফতরের সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশন (সিএমই) নতুন কোর্স কারিকুলামের কাজ শুরু করে। নতুন কোর্স কারিকুলামে কী কী বিষয় সংযোজন বা বিয়োজন হতে পারে এ সম্পর্কে জানতে ন্যাশনাল কোর কমিটি গঠন করা হয়। এলাধিক কর্মশালা করে কোর কমিটির সদস্য ও এমবিবিএস কোর্সের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে বিষয়ভিত্তিক মতামত সংগ্রহ করা হয়। তাদের মতামতগুলো বিশ্লেষণ করে একটি খসড়া কারিকুলাম প্রণয়ন করে তা বিএমডিসিতে পাঠানো হয়। বিএমডিসি কর্তৃপক্ষ আবার আরেকদফা বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে তা চূড়ান্ত করে।